THE NEW THEATRES LIMITED

নার্স সিসি

নিউ থিয়েটার্স

CHOWDHURY STUD

দুই আনা

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

নার্স-সিসি

—ভূমিকায়—

ভারতী, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, সুনন্দা, লতিকা, ফাল্গুনী, ভানু, বোকেন, আদিত্য ঘোষ, (এঃ), নরেশ বোস, খগেন পাঠক, গিলু মুখার্জি (এঃ), মনোজ চ্যাটার্জি (এঃ) উপেন চ্যাটার্জি, লক্ষ্মীনারায়ণ, সুজিৎ।

পরিচালনা ও সম্পাদনা : সুবোধ মিত্র

কাহিনীকার : বিনয় চট্টোপাধ্যায়
সুরশিল্পী : পঙ্কজ মল্লিক
চিত্রশিল্পী : সুধীন মজুমদার
শব্দযন্ত্রী : রণজিৎ দত্ত

শিল্প-পরিচালক : সৌরেন সেন
গীতকার : শৈলেন রায়
রসায়নিক : পঞ্চানন নন্দন
সেট-নির্ম্মেতা : পুলিন ঘোষ

—কর্ম্মসচিব : জগদীশ চক্রবর্ত্তী—

সহকারিগণ :

পরিচালনায় : অনন্ত গোস্বামী

চিত্রশিল্পে : শৈলজা চট্টোপাধ্যায়, অমূল্য বোস, ফটিক মজুমদার, সুশান্ত মিত্র

সুরশিল্পে : বীরেন বল, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনায় : চারু ঘোষ

রসায়নকার্য্যে : বলাই ভদ্র। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণে : পৃথ্বীশ চৌধুরী।

কলাশিল্পে : রামচন্দ্র শেণ্ডে, সুনীতি মিত্র, রবীন চট্টোপাধ্যায়, হাসান।

সাজসজ্জায় : যতীন কুণ্ডু। রূপসজ্জায় : সামসের আলী, ফেলু।

ব্যবস্থাপনায় : বীরেন দাস, খগেন হালদার, ধীরেন দাস।

বি. এ. এফ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত ॥

কেমিক্যাল এণ্ড সার্জ্জিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ,
দে মেডিক্যাল ষ্টোর্স এবং মেসার্স পি. এন. মিত্র
চিত্র-নির্ম্মাণকার্য্যে বিবিধ সামগ্রীর দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন

নার্স-সিসি

1947

'যে দেশের লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরে, তবু তার প্রতিবাদ করে না—কিন্তু তাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগলে, যে দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়' সেই দেশের একজন বিশিষ্ট মানুষ যতীন্দ্রনাথ। পৃথিবীর বহু জায়গা ঘুরে, এবং বহু মনীষী ও তাদের মতবাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করে, তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে, যে প্রত্যেক দেশ বা প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্ট হয়েছে। ভারতবর্ষের সাধনার মূলমন্ত্র হ'ল মানুষের কল্যাণচিন্তার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরপ্রীতিকে সুগভীর করা ও তার বিস্তার করা।

তাঁর পুত্র ইন্দ্রনাথ কিন্তু এইসব চিন্তাধারার কোন খবরই রাখত না। অবস্থাপন্ন ঘরের সাধারণ ছেলেদের মতই সে জীবন কাটাত। তাই যেদিন, 'বেঙ্গল নার্সিং অ্যাসোসিয়েশনে'র একটী সভায় সভাপতিত্ব করার জন্যে পিতাকে অনুরোধ জানালো, সেদিন যতীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়ে গেলেন। ভাবলেন, সেবাধর্ম্মের মতন এমন একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ইন্দ্র আকৃষ্ট হয়েছে কেন? ইন্দ্রনাথের ভগ্নিপতি শেখর তার এই নার্সিং-প্রীতিকে নার্স-প্রীতি বলে যথেষ্ট ঠাট্টা করলেন। কারণ অসুস্থ হয়ে তিনি যখন হাঁসপাতালে ছিলেন, তখন সিসি বলে একটী নার্সের প্রতি ইন্দ্র আকৃষ্ট হয়, এ খবর তিনি রাখতেন।

সংক্ষেপে নার্স-সিসির ইতিবৃত্ত এই। অর্থাভাবে যখন এর গ্রামের সংসার হয়ে উঠল অচল, তখন সে নার্সিংএর কাজে যোগ দেয়। তার নাম ছিল সুষমা—কিন্তু হাঁসপাতালে সবাই তাকে সিসি বলে। বয়েস অনুযায়ী সিসি একটু বেশীই গম্ভীর।

নার্সের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ইন্দ্রনাথের সরলতা এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এদের দুজনকে ঘনিষ্ঠ করে তোলে। জীবনের দক্ষিণদিকের বাতায়ন কোনদিন খুলবে কি না,

সে সম্বন্ধে যে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন, সেই সিসি একদিন তার বন্ধু রেখাকে ডেকে 'দখিন হাওয়া জাগো জাগো' গানখানি গাইতে বোলুলো। ভাগ্যের নির্দ্দেশ কিন্তু তখন প্রতিকূলগামী। তা সিসি জানতেও পারেনি। তার বাবার কাছ থেকে একটা জরুরী চিঠি পেয়ে সে দেশে যায়। বাড়ীতে তার ছোটবোন তাকে বলে "তুই নার্স—তোর বিয়ে হওয়া শক্ত। কিন্তু তোর বিয়ে না হলে বাবা আমার বিয়ে দিতে পার্চ্ছেন না। তাই এক ষাটবছরের বুড়োর সঙ্গে তোর বিয়ের ঠিক হয়েছে।" শান্তভাবে সে উত্তর দেয়, "তাতে কি হয়েছে? শুনেছি, বয়েসে যারা প্রবীণ তারা একটু বেশী সেবা চায়। আমিতো সেবিকা, ভালকরেই সেবা করতে পারব।" মনে কিন্তু তার প্রশ্ন জাগে, মানুষের সেবা করে কি অপরাধ সে করেছে, যে আর সব মেয়েদের মতন জীবন কাটাতে সে পাবে না।

তার বাবা শেষ পর্য্যন্ত অবিশ্যি এ বিয়েতে অমত করেন। সিসি ফিরে আসে কলকাতায়। ইন্দ্রর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। সমাজের কুসংস্কারের অনুশাসন থেকে, পিতৃস্নেহ একবার তাকে মুক্ত করেছিলো। কিন্তু দ্বিতীয়বার যে আঘাত সে পেলো, তার থেকে তাকে বাঁচাবার বুঝি আর কেউ নেই। এবারের আঘাত আসে যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

'বেঙ্গল নার্সিং অ্যাসোসিয়েশনে'র সভায় সভাপতির বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন—"...অনেক বিত্তশালী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে নার্সদের আসতে হয়। তাঁর সুযোগ গ্রহণ করে যদি কোন নার্স তার কোন অন্যায় বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করে—তবে তার চাইতে অপরাধ আর কিছু নেই।"

এ কটাক্ষ করেন সিসিকে লক্ষ্য করে। সিসি তা সইতে পারে না।

ইন্দ্রর কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেবার সঙ্কল্প করে। মানুষের মনের অন্ধকার তার জীবনে যে ছায়া ফেলে, তারই পরিপ্রেক্ষণে জনগণের দুঃখ তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। যেখানে স্বার্থপরতা মানুষকে পশুত্বের চরমসীমায় এনে ফেলেছে; সেখানে সে ছুটে যায়—সেবিকার ব্রত নতুন করে উদ্‌যাপন করার জন্যে।

সেখানে গিয়ে দেখে, মানুষের এক বীভৎস রূপ। দেখে, লোভ মানুষকে কোথায় নামিয়ে আনে। 'সভ্যতার এই অপমৃত্যু' তাকে অভিভূত করে ফেলে।

এদিকে ইন্দ্রনাথ অবাক হয়ে যায় এই ভেবে—দশজনের সেবা নিয়ে যে ধনীর মেয়ে বড় হয়, তাকে পুত্রবধূ হিসেবে ঘরে তুলে নিতে তার পিতা গৌরব বোধ করেন; কিন্তু, দশজনের সেবা করে, যে মেয়ে, সংসারে দিনাতিপাত করে, তাকে গ্রহণ করতে তাঁর আভিজাত্যে বাধে।

তার মন তার পিতার এই দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

যতীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যায় বুঝতে পারেন। শুধু হেরে যাওয়ার ভয়ে তা স্বীকার করতে পারেন না। মনের মধ্যে ওঠে নানা দ্বন্দ্ব। ক্রমশঃ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

সাধারণ অবস্থায় সেবিকাদের যে চোখে তিনি দেখেছিলেন, অসুস্থ অবস্থায় তাদের নতুনরূপে তিনি দেখতে পান। সেবাব্রতের আলো তাঁর এতদিনের কুসংস্কারের অন্ধকার কাটিয়ে দিল। আজ সিসিকে তিনি চিনতে পারলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি স্বীকার করলেন "মানুষ যখন বিরাটত্বের পর্য্যায়ে ওঠে, তখন সে যে ভুল করে, সে ভুলটাও হয় বিরাট"।

রেখার গান :—

—এক—

তব গোপন লোকের
স্বপনের আকাশে
ধরা দিয়ে যায় কে যেন গো আভাষে।
রেখার বাঁধনে পড়েনা তাহার ছবি
কবিতায় তারে বাঁধিতে জানেনা কবি।
নিভৃত মনের নীরব কূলায়ে
রহে যেন বাঁধা সে॥

সিসির গান :—

—দুই—

পরীদের জলসায় আমি মধুছন্দা।
নূপুরের সিঞ্চনে সঞ্চরী, গুঞ্জরী
আমি মৌমাছিদের সুরে সুরে
গুন গুন গুন গুন গুঞ্জরী
আমি মধুছন্দা॥
কিশোরের বাঁশী আমি
আমি কিশোরের হাঁসি
জ্যোৎস্নার চন্দন আমি শিশিরের রাশি,
তারার দোসর ভাই
আমি জ্বালি রোশনাই
আলোকের পুলকের দীপ মঞ্জরী
আমি মধুছন্দা॥
সাগরের নীল আমি
আমি নভো-নিঃসীম
ফাগুনে কাকলি আমি
বরষায় রিম্‌ঝিম্।
পাপিয়ার তান,
আমি ঝরণার গান
রাগ, অনুরাগ আমি যে
আমি অভিমান
আমি যে চঞ্চলতা
আলোক ছায়ার কথা
ধরণীর ধূলিতলে
আমি অপ্সরী
আমি মধুছন্দা॥

নিউ থিয়েটার্সের আগামী দুইখানি চিত্র

শরৎচন্দ্রের	সুবোধ ঘোষের
রামের সুমতি	অঞ্জনগড়
রামের সুমতি	অঞ্জনগড়
পরিচালক : কার্তিক চট্টোপাধ্যায়	পরিচালক : বিমল রায়

সুঠাম সুন্দর দেহ

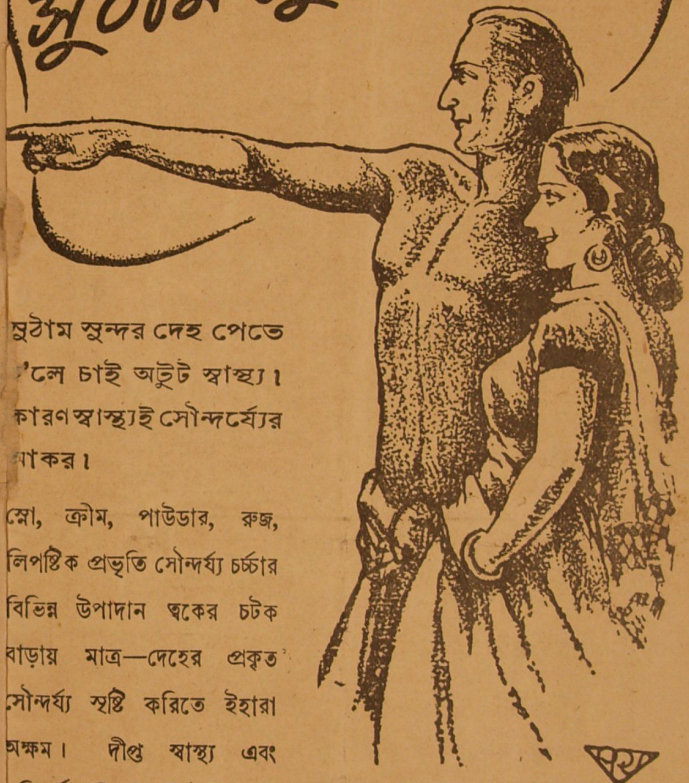

সুঠাম সুন্দর দেহ পেতে 'লে চাই অটুট স্বাস্থ্য। কারণস্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্যের আকর।

স্নো, ক্রীম, পাউডার, রুজ, লিপষ্টিক প্রভৃতি সৌন্দর্য্য চর্চ্চার বিভিন্ন উপাদান ত্বকের চটক বাড়ায় মাত্র—দেহের প্রকৃত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে ইহারা অক্ষম। দীপ্ত স্বাস্থ্য এবং পরিপূর্ণ জীবনীশক্তিই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের ভিত্তি।

লক্ষ্মী ঘি

শক্তি ও শ্রী বৃদ্ধি করে

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সুপরিচিত

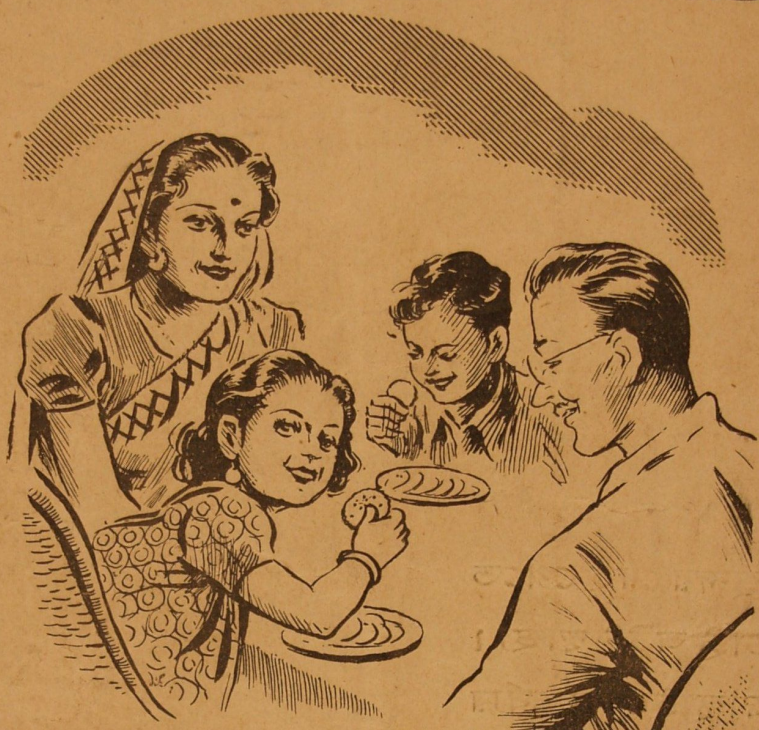

লিলি বিস্কুট
ছেলে মেয়েদের প্রিয়
সুস্বাদু ও পুষ্টিকর

লিলি বার্লি
বিশুদ্ধ, পবিত্র ও
সুপাচ্য

উভয়েই আধুনিক বৈজ্ঞানিক
প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি
বিস্কুট ও বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং- কলিকাতা • বোম্বাই

সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স)
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ৮৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক মুদ্রিত।